তারিখ ... 24 FEB 2009
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

যায়যায়দিন

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মানসিক যন্ত্রণা 'সেশনজট'

এম মামুন হোসেন

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মানসিক যন্ত্রণার অন্য নাম, সেশনজট। চার বছরের স্নাতক কোর্স শেষ করতে লাগে সাত বছর আর এক বছরের মাস্টার্স কোর্স শেষ হয় দুই থেকে আড়াই বছরে। অথচ তীব্র প্রতিযোগিতায় সেরা মেধার পরিচয় দিয়ে মেধাবীরা এসব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েও পিছিয়ে পড়ছে সেশনজটের কারণে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সন্ত্রাস আর সেশনজট মুক্ত করতে নির্বাচনী ইশতেহারে ঘোষণা দিয়েছে বর্তমান সরকার। কিন্তু বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বর্তমান সরকারের ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের সংঘর্ষের ঘটনায় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ আছে কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়। আর পিছিয়ে দেয়া হয়েছে অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের পৃ:১৫ ›› কঃ৩

...র মানসিক

পরীক্ষা। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান (ইউজিসি) প্রফেসর নজরুল ইসলাম যায়যায়দিনকে বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান। এখানে ইউজিসির করার কিছু থাকে না। বিশ্ববিদ্যালয়ে সিন্ডিকেট, সিনেট, একাডেমিক কাউন্সিল আছে- তারা সচেষ্ট হলেই সেশনজট কমানো সম্ভব। তিনি জানান, বিশেষায়িত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে (প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়) সেশনজট নেই বললেই চলে। সেখানে সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সেশনজট অনেক বেশি। বুঝতে হবে এখানে প্রশাসনিক ব্যবস্থা সন্তোষজনক নয়। শিক্ষক এবং অবকাঠামো সমস্যাও রয়েছে। লিয়েন (চাকরি বহাল রেখে ছুটিতে যাওয়া) নিয়ে সর্বোচ্চ ২০ শতাংশ শিক্ষক বাইরে থাকতে পারলেও অনেক বিশ্ববিদ্যালয় তা মানছে না। শিক্ষকরা এ অনুপাত বাড়াতে চাচ্ছেন। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অতিমাত্রায় রাজনৈতিক প্রভাব এর অন্যতম কারণ।

প্রাচ্যের অক্সফোর্ড খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সেশনজটে হারাতে বসেছে ঐতিহ্য। এ দেশের মেধাবীদের প্রথম পছন্দ এ বিশ্ববিদ্যালয়। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষদে রয়েছে দেড় থেকে দুই বছরের সেশনজট। বিজ্ঞান, কলা ও সামাজিকবিজ্ঞান অনুষদের বিভাগগুলোর অবস্থা বেশি নাজুক। বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের বিভাগগুলোতে সেশনজট কিছুটা কম। ২০০১-০২ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীদের আরো দুই বছর আগে মাস্টার্স শেষ করার কথা থাকলেও ফল বের হয়েছে মাত্র কয়েকটির। অথচ ২০০২-০৩ শিক্ষাবর্ষের ছাত্ররা প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্র্যাজুয়েশন শেষ করেছে অনেক আগে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগগুলো থেকে ইনস্টিটিউটগুলোতে সেশনজট কম। এ বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনৈতিক প্রভাবও খুব বেশি।

'আট সেমিস্টার আট বছর, বিয়ে করবো কোন বছর'- স্লোগান লিখে সময়মতো পরীক্ষা ও রেজাল্ট প্রকাশে দীর্ঘসূত্রিতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা সেশনজট অভিশাপ থেকে মুক্তি পাচ্ছে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের সব শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীরা কম-বেশি দুই বছরের সেশনজটে আটকে আছে। পরীক্ষা সময়মতো না হওয়া আর রেজাল্ট প্রকাশে দীর্ঘসূত্রিতায় তারা এখন মানসিক যন্ত্রণায় ভুগছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের চারটি অনুষদের বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, দীর্ঘসূত্রিতা, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, প্রশাসনিক স্থবিরতা এ বিশ্ববিদ্যালয়ে সেশনজট সৃষ্টির পেছনে মূল কারণ। ২০০২-০৩ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীরা গত মাসে অনার্স ফাইনাল পরীক্ষার রেজাল্ট পেয়েছে। ২০০৬-০৭ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীদের প্রথম বর্ষ ফাইনাল পরীক্ষা শেষ হওয়ার সাত মাস পার হয়ে গেলেও এখনো ফল প্রকাশ হয়নি।

শিক্ষকদের অন্তর্দ্বন্দ্ব, রেষারেষি, ক্লাস পরীক্ষায় উদাসীনতা, পরীক্ষার খাতা দেখা ও রেজাল্ট প্রকাশে বিলম্ব জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে সেশনজটের অন্যতম কারণ হিসেবে মনে করেন সংশ্লিষ্টরা। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা কোনো কোনো বিভাগে পরীক্ষার খাতা ফেরত দিতে বছর পার করে দেন এমন অভিযোগও রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের চারটি অনুষদের অধীন ২৬টি বিভাগের চারটি বিভাগ ছাড়া বাকি সবটিতেই আড়াই বছর সেশনজট আছে। কলা ও মানবিক অনুষদের ইংরেজি, প্রত্নতত্ত্ব এবং নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগে আছে দুই থেকে আড়াই বছরের সেশনজট। তবে বাংলা, ইতিহাস, দর্শন, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগে সেশনজট কম।

জাবি প্রতিনিধি জানান, সমাজবিজ্ঞান অনুষদের সাতটি বিভাগের মধ্যে নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা এবং অর্থনীতি বিভাগে সেশনজট সবচেয়ে বেশি। গত বছর চালু হওয়া লোকপ্রশাসন বিভাগে অবকাঠামোগত সমস্যা এবং শিক্ষক ও রুম সঙ্কট রয়েছে। তাই শুরুতেই হোঁচট খেয়েছে এ বিভাগ।

জীববিজ্ঞান অনুষদে পিছিয়ে রয়েছে উদ্ভিদবিজ্ঞান, প্রাণিবিদ্যা ও বায়োকেমিস্ট্রি বিভাগ। শিক্ষকদের অন্তর্দ্বন্দ্ব ও শিক্ষার্থীদের এতে জড়িয়ে ফেলা এজন্য দায়ী বলে জানা যায়। প্রাণিবিদ্যা বিভাগের শিক্ষকরা সবসময় প্রজেক্টের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকেন বলে সে বিভাগও পিছিয়ে পড়েছে।

গাণিতিক ও পদার্থবিষয়ক ফ্যাকাল্টিতে সাতটি বিভাগের মধ্যে জুলোজি, গণিত, রসায়ন, পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে জ্যাম রয়েছে। জুলোজি বিভাগে রয়েছে নয়টি ব্যাচ। ১৯৯৮-৯৯ ব্যাচ কেবল তাদের থিসিস প্রেজেন্ট করছে। পরের ব্যাচটি অনার্সের পর ছয় মাস অপেক্ষা করেছে ব্যবহারিক পরীক্ষার জন্য, বর্তমানে ব্যাচটির মাস্টার্সের থিসিস কাজ চলছে। বিভাগটির বিশাল সিলেবাস এবং ফিল্ড ওয়ার্কের মধ্যে সমন্বয়হীনতাই সেশনজটের মূল কারণ বলে জানান এ বিভাগের শিক্ষার্থীরা।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ কিছু ... আনোয়ারুল করীমকে অন্য দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসেবে ভিসির দায়িত্ব দেয়া হয়।

বর্তমানে আবার ভিসি না থাকায় প্রায় আট-দশটি বিভাগের ফল প্রকাশ আটকে আছে। নির্বাচনের পর থেকে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো ভিসি নেই। সদ্য সাবেক ভিসি তার মেয়াদ শেষের দুই বছর বাকি থাকতে ছুটিতে থাকা অবস্থায় জানুয়ারিতে পদত্যাগ করেন। একই মাসে প্রো-ভিসিও পদত্যাগ করেন।

সেশনজটের অভিশাপের হাত থেকে মুক্ত হতে পারছে না রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) শিক্ষার্থীরাও। কোনো না কোনোভাবে এ অভিশাপ তাদের পেয়ে বসছে। গত বছরটি রাবির শিক্ষার্থীদের জন্য ছিল ক্যাম্পাস বন্ধের বছর।

রাবি প্রতিনিধি জানান, কুষ্টিয়ার বিনোদপুর বাজার ব্যবসায়ীদের সঙ্গে সংঘর্ষের ঘটনায় গত বছরের ২০ আগস্ট থেকে দুই মাসেরও বেশি সময় বন্ধ থাকে বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের আলোচিত ৫৪৪ সিরিজের মাস্টার রোলের কর্মচারীরা চাকরি স্থায়ীকরণের দাবিতে পুরো ডিসেম্বর মাসটাই ধর্মঘট ডেকে বসে। ফলে বন্ধ থাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ধরনের একাডেমিক কার্যক্রম। বিশ্ববিদ্যালয়ে ধূমকেতু নাট্য সংগঠন মঞ্চস্থ একটি নাটকে রাসুলকে (স.) ব্যঙ্গাত্মকভাবে উপস্থাপন করার প্রতিবাদে ক্যাম্পাসে ধর্মঘট ডাকে ছাত্রশিবির। এর আগে বাংলা বিভাগের কুকর্ম ক্যামেরায় ধারণ করতে গেলে শিক্ষার্থীদের হাতে চার সাংবাদিক শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত এবং প্রশাসনের পক্ষ থেকে এর বিচার না পাওয়ায় সাংবাদিকরা বিশ্ববিদ্যালয়ে একদিনের ধর্মঘটের ডাক দেন। কর্তৃপক্ষের জোরালো পদক্ষেপের অভাব আর অদূরদর্শিতার কারণে ভয়াবহ সেশনজটের মুখে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় ২৫ হাজার শিক্ষার্থী। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগে দুই থেকে আড়াই বছরের সেশনজট রয়েছে।

জানা গেছে, গত বছরের এপ্রিলের শুরুতে গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের ফাইনাল পরীক্ষা শেষ হলেও আট মাস পরও ফলাফল প্রকাশ হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজনেস ফ্যাকাল্টির বিভাগগুলোর অবস্থা আরো ভয়াবহ। ২০০৭ ও ২০০৮ সালের ছাত্র বিক্ষোভের ঘটনা ও পরবর্তী সময় পরিস্থিতির জের ধরে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেয়া সেশনজটের মাত্রা বাড়িয়ে দিয়েছে। সেশনজটের কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে বিনা কারণে বিশ্ববিদ্যালয়